গমের রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা

রোগের নাম	লক্ষণ	দমন ব্যবস্থাপনা	লক্ষণের ছবি
পাতার দাগ রোগ	*বাইপোলারিস সরোকিনিয়ানা* নামক ছত্রাক এ রোগ ঘটায়। গাছ মাটির উপর আসলে প্রথমে নিচের পাতায় ছোট ছোট বাদামি ডিম্বাকার দাগ পড়ে। পরবর্তীকালে দাগসমূহ আকারে বাড়তে থাকে এবং গমের পাতা ঝলসে যায়।	❒ রোগ সহনশীল জাত ব্যবহার; ❒ উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন; ❒ টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হিসাবে মিশিয়ে শীষ বের হওয়ায় সময় একবার এবং এর দুই সপ্তাহ পর আর একবার স্প্রে মেশিনের সাহায্যে গাছে প্রয়োগ করতে হবে।	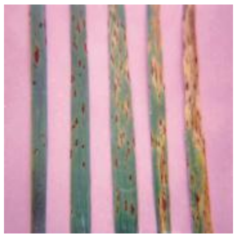
পাতার মরিচা রোগ	*পাক্সিনিয়া রিকন্ডিটা* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। প্রথমে পাতার উপর ছোট গোলাকার হলদে দাগ পড়ে। শেষ পর্যায়ে এই দাগ মরিচার মতো বাদামি বা কালচে রঙে পরিণত হয়। হাত দিয়ে আক্রান্ত পাতা ঘষা দিলে লালচে মরিচার মতো গুঁড়া হাতে লাগে। এ রোগের লক্ষণ প্রথমে নিচের পাতায়, তারপর সব পাতায় ও কা‌ণ্ডে দেখা যায়।	❒ রোগ সহনশীল জাত ব্যবহার; ❒ উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন; ❒ টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হিসাবে মিশিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে গাছে প্রয়োগ করতে হবে।	
চারা ঝলসানো রোগ	চারা গাছটি হলুদ হয়ে যায় ও পাতাতে কালো রঙ দেখা যায় এবং পরবর্তিতে চারা গাছটি মারা যায়।	❒ উপযুক্ত রসে বীজ বপন; ❒ প্রোভেক্স ২০০ ডব্লিউ পি (৩ গ্রাম/কেজি) দ্বারা বীজ শোধিত করে বীজ বপন করতে হবে।	
গোড়া পচা রোগ	*স্কেলেরোশিয়াম রলফসি* নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। এই রোগের ফলে মাটির সমতলে গাছের গোড়ায় হলদে দাগ দেখা যায়। পরে তা গাঢ় বাদামি বর্ণ ধারণ করে এবং আক্রান্ত স্থানের চারদিকে ঘিরে ফেলে। পরবর্তীকালে পাতা শুকিয়ে গাছ মারা যায়।	❒ উপযুক্ত রসে বীজ বপন; ❒ প্রোভেক্স ২০০ ডব্লিউ পি (৩ গ্রাম/কেজি) দ্বারা বীজ শোধিত করে বীজ বপন করতে হবে।	
শীষের ব্লাইট রোগ	শীষের ভিতরে কালো কালো ছত্রাকের কলোনি দেখা যায় এবং পরবর্তিতে বড় আকার ধারন করে শীষের দানাগুলো নষ্ট করে ফেলে।	❒ রোগ সহনশীল জাত ব্যবহার; ❒ টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হিসাবে মিশিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে গাছে প্রয়োগ করতে হবে।	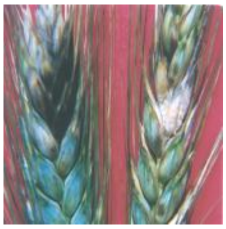
বীজের কালো দাগ রোগ	*ড্রেক্সলেরা* প্রজাতি ও *অলটারনারিয়া* ছত্রাক দ্বারা গমের এ রোগ হয়। এ রোগের ফলে গমের খোসায় বিভিন্ন আকারের বাদামি অথবা কালো দাগ পড়ে। বীজের ভ্রুণে দাগ পড়ে এবং পরবর্তীকালে দাগ সম্পূর্ণ বীজে ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগের জীবানু বীজের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়ে থাকে।	❒ পাকার পরে দেরি না করে বৃষ্টির আগেই ফসল কর্তন; ❒ টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হিসাবে মিশিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে গাছে প্রয়োগ; ❒ প্রোভেক্স ২০০ ডব্লিউ পি (৩ গ্রাম/কেজি) দ্বারা বীজ শোধিত করে বীজ বপন করতে হবে।	
বীজ সংরক্ষণকালীন রোগ	সংরক্ষণকালীন সময়ে গম বীজ *পেনিসিলিয়াম স্পেসিশ* এবং *এ্যাসপারজিলাস স্পেসিশ* নামক ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়।	❒ সংরক্ষণের পূর্বে বীজ ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিতে (বীজের আর্দ্রতা ১২% বা তার কম) হবে; ❒ ছিদ্র মুক্ত পাত্রে ঠান্ডা জায়গায় বীজ সংরক্ষণ করতে হবে এবং সংরক্ষণের পাত্র কোনভাবেই ফাঁকা রাখা যাবে না।	

কৃতজ্ঞতায়:
Sustainable and Resilient Farming Systems Intensification in the Eastern Gangetic Plains (SRFSI) Project

তথ্যসূত্র: গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

আরডিআরএস বাংলাদেশ RDRS Bangladesh

CIMMYT International Maize and Wheat Improvement Center

Australian Government Australian Centre for International Agricultural Research